পরেশ ধর

গত ৬ এপ্রিল শনিবার কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ গণশিল্পী পরেশ ধর। কলেজ স্ট্রিটের ওপর এই হাসপাতালে তিনি নীরবে প্রয়াত হলেন। অথচ কলেজ স্ট্রিটের এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূত্রে থাকা তাঁর অগনিত স্বজন-গুণগ্রাহীরা কেউই জানতে পারলেন না! এ বড়ো আপেক্ষের বিষয়। পরেশ দার সঙ্গে প্রায় নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করলেও গত মাস-দুই বিভিন্ন সমস্যায় ব্যস্ততার জন্য যেয়ে উঠতে পারছিলাম না। আর এরই অবসরে এমনই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ও হৃদয়-মোচড়ানো ঘটনা ঘটে যাবে কে জানতো! আমি নিজেও পরেশ দার মৃত্যুসংবাদ পাই ঘটনার আট দিনের মাথায় ডালহৌসি এলাকায় এক কবি-বন্ধুর কাছে।

গণ-নাট্যের এই প্রবীণ শিল্পী তাঁর শিল্পচর্চায় অনলস থাকলেও, শারীরিক অসমর্থতার জন্য শেষের দিকে কোনো অনুষ্ঠানে যেতেন না। তবে চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক ও সক্রিয়। শরীর ভেঙে গিয়েছিল। অসীম মানসিক শক্তির অধিকারী এই প্রবীণ মানুষটি হৃদয়বিদারক বিয়োগাত্মক ঘটনাকে নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। বিশেষত একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে যে মানসিক শক্তির অধিকারী হিসেবে দেখেছি, তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা ভেঙে যায়। শেষের দিকে পরেশদা প্রায়ই বলতেন, দিন ফুরিয়ে আসছে, আর কটা দিন!

প্রচারকামিতার যুগে একান্তই প্রচারবিমুখ এই মানুষটি প্রেস ও মিডিয়ার আলোকক্ষেত্রের বাইরেই থেকে গেলেন। প্রচুর লিখেছেন ইংরেজি এবং বাঙলা ভাষায়। প্রকাশিত হয়েছে একদা আনন্দবাজার পত্রিকা-যুগান্তর থেকে নিউজিল্যাণ্ড মাস্থলি, ডেমোক্রাটিক ওঅর্ল্ড প্রমুখ অসংখ্য পত্র-পত্রিকায়। তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে ফ্রন্টিয়ার, অনীক, পরিচয়, তরঙ্গপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক সমসমময়, মুক্তিকামী সহ অজস্র পত্রপত্রিকায়, যার কোন কপিই তাঁর কাছে সুরক্ষিত থাকতো না। কোন লেখার কপিও রাখতেন না। নিজেই বলতেন, আমি বড়োই বেহিসেবি ও অগোছালো।

একবারই একটা টিভি প্রোগ্যাম হয়েছিল তাঁকে নিয়ে।

এতদিন নিরলস সাহিত্যচর্চা করেছেন, অথচ গোটা তিন/চার এক-আধ ফর্মার গানের বই, দুটো এক ফর্মার কবিতার বই আর একটা ক্ষুদ্রাকার ছোটদের জন্য বই ছাড়া তাঁর কোন প্রকাশিত গ্রন্থ নেই! এককালে এইচ. এম. ভি.র নামী শিল্পী, বাঁশি বাজিয়ে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম করেছিলেন। এককালের সুপ্রচারিত গীতিকার ও সুরকার। পরেশদার লেখা গানে ও সুরে যাঁরা গান গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বেচু দত্ত, বাণী ঘোষাল, সুপ্রীতি ঘোষ প্রমুখ। পরবর্তীতে পরেশদার রাজনৈতিক অবস্থান নকশালপন্থার অনুসারী হয়ে ওঠায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তাঁর গান ও লেখাপত্রে তাঁর কথায় 'শ্রেণীসংগ্রাম'-এর কথা বেশি বেশি করে প্রচার করতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে লেখক সমাবেশ, সাংস্কৃতিক সমসময়, তরঙ্গপ্রবাহ, ফ্রন্টিয়ার এবং মুক্তিকামীর মতো করে কয়েকটি পত্রপত্রিকার বাইরে আর তেমন কোন পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না।

পরেশ দার জন্ম অগাষ্ট ৯, ১৯১৮ তারিখে। পিতা যামিনীকান্ত ধর, মাতা তুলসীরানি

ধর, ঠাকুরদা রজনীকান্ত ধর, আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাননীসার নামক এক গ্রামে। পরেশ দার জন্ম কলকাতায়। ফকির চক্রবর্তী লেনের বাড়িতেই। পড়াশুনো গরানহাটার ওরিয়েন্টার সোমিনারি, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ। শিক্ষকতা করতেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠে। পরে চাকরি ছেড়ে শিল্পসাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না-হলেও বিপ্লবী লেখক-শিল্পী বুদ্ধিজীবী সংঘের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত দিলেন এবং এম. সি. সি-র রাজনীতির অনুবর্তী ছিলেন। মত ও পথের প্রতি অত্যন্ত কট্টর হওয়া সত্ত্বেও পরেশ দা কখনও নকশালপন্থীদের মধ্যেকার বিবাদ-বিতর্কে জড়াতেন না এবং কোন অসতর্ক মন্তব্যও করতেন না। এই গুণটি অত্যন্ত বিরল।

পরেশ দার অসংখ্য লেখা সাংস্কৃতিক সমসময়-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পরেশ দার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পত্রিকার অক্টোবর ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত পরেশ দার একটি 'সাক্ষাৎকার' পুনর্মুদ্রিত করছি। আরও দুটি সাক্ষাৎকার পরবর্তীতে মুদ্রিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশের সময় যেভাবে ছেপেছিলাম, তার অবিকল পুনর্মুদ্রণ করলাম।

পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পরেশ দার চিঠিপত্র সহ কিছু লেখা পুনর্মুদ্রণের ইচ্ছে রইল। ইচ্ছে রইল পরেশ দাকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের। সাধের সঙ্গে সাধ্যের যে অসমাধেয় দ্বন্দ্ব! তবে দৃঢ় ইচ্ছা অনেকসময় বাধাকে অতিক্রম করে যায়। দেখি আমরাও পরি কিনা!

[এপ্রিল ২২, ২০০২]

পরেশ ধর-এর স্বরচিত একটি প্রিয় গান

এমন রাত্রি নেই যা প্রভাত হয় না
এমন ঝড় নেই যা শান্ত হয় না।

মেঘ ত এমন নেই
যা চিরকালের আকাশ ভরে,
বরষা যে চিরকাল নাহি ত ঝরে,
জোয়ার ভাঁটা নদীতে বন্ধ হয় না। (ঐ)

দেশ ত এমন নেই
যা চিরকাল স্তব্ধ থাকে,
নিজেরে যে চিরকাল আনত রাখে,
বিস্ফোরণের শুভক্ষণ লুপ্ত হয় না। (ঐ)

৯.৮.৭৫